ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২১৪১
আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সূচনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সূচনা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকলকেই বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে দুই দেশের মধ্যে ক্রস-বর্ডার সম্পর্ক স্থাপন হবে। এই প্রকল্পে সহযোগিতা করার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বহু বছর ধরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে তা আজ পরিপক্কতা লাভ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই সুসম্পর্ক বিশ্বের অন্যান্য অংশের জন্য রোল মডেল হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের এই সুসম্পর্কের ফলে দুই দেশের জনগণই লাভবান হচ্ছেন। রেলওয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আমাদের দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ প্রকল্পের সূচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ প্রকল্পের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ভারত ও বাংলাদেশের সকল জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ প্রকল্পের কাজ খুব কম সময়ের মধ্যে রূপায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহুকাল ধরেই সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীজি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী বানানোর যে স্বপ্ন দেখেছেন তা এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগরতলা-কলকাতার মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তা এক-তৃতীয়াংশ কমে যাবে। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে আখাউড়া বর্ডারের মাধ্যমে যে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করে তা ডেস্টিনেশন টু ডেস্টিনেশন চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে উভয় দেশের পণ্যবাহী ট্রাকগুলি পণ্য লোডিং-আনলোডিং করার ক্ষেত্রে যে বাড়তি খরচ হয় তা কমবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ শেষ হলে জলপথে ফেণী নদীর মাধ্যমে কম খরচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পণ্য সামগ্রী আনা-নেওয়া যাবে। তাতে ভারত, বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জনগণ উন্নয়নের নতুন দিশা পাবেন। আজকের এই ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় উপস্থিত ছিলেন।

*****